অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

শিল্প খাত বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসের অন্যতম চালিকা শক্তি। বিগত বছরগুলোতে এই খাত স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৪.৮১ শতাংশ। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এবং এসএমই নীতি ২০১৯-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিল্পের বহুমুখীকরণে সহায়তা এবং দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমনির্ভর শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে এ শিল্পের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে (বিশেষত নারীদের জন্য) এবং শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে সিএমএসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত এইখাতে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩,১০,৭৫১.১২ কোটি টাকা যার মধ্যে নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ১৯,২৫৩.৫৩ কোটি টাকা। বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সহায়ক সেবা ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ৯টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ ও ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৭০৮০.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১১৯.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ৫,৩৩,৫২৭ জন যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। দেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প দেশীয় বাজারে কাঁচামালের পর্যাপ্ততার কারণে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। বিসিআইসি, বিএসইসি এবং বিজেএমসিসিহ সকল শিল্প কর্পোরেশন জাতীয় উৎপাদন ও টেকসই অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিচ্ছে। বিটাক এবং ডাইফসহ অন্যান্য শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ শিল্পায়ন। শিল্পখাত দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। শিল্পখাত কৃষি ও সেবা খাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। বিগত বছরগুলো হতে এই খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে ও ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৪.৮১ শতাংশ। তম্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর অবদান সর্বাধিক যার পরিমান ছিল ২২.৭৮ শতাংশ। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এই খাতের ধারাবাহিক আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সারণি ৮.১ এ ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো:

সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের পরিমান ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫*
বৃহৎ শিল্প	২৫৭০১৬	২৮৯৮৮৫	২৯১০৭২	৩২১৯৬৭	৩৭২৪৫২	৪০৩৬৭৫	৪০৭৮১০	৪৩২৯৫৫
প্রবৃদ্ধির হার (%)	১১.০৮	১২.৭৯	০.৪১	১০.৬১	১৫.৬৮	৮.৩৮	১.০২	৬.১৭
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৫৭৮৮২	১৭৪৬৩২	১৭৯৩২৫	২০৪২৪১	২১৪১২৬	২৩৩৭০৮	২৪৪৬০৩	২৫৬৬৩২
প্রবৃদ্ধির হার (%)	১১.১০	১০.৬১	২.৬৯	১৩.৮৯	৪.৮৪	৯.১৫	৪.৬৬	৪.৯২
কুটির শিল্প (কটেজ)	৮৪৭০০	৯৬৭০৪	১০০২৫৭	১১০৫৫৭	১২২৮৪৭	১৩৫১৩৯	১৪৪৪৯৪	১৫২৬০৭
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৭.৪৫	১৪.১৭	৩.৬৭	১০.২৭	১১.১২	১০.০১	৬.৯২	৫.৬২
মোট	৪৯৯৬২০	৫৬১২৪৪	৫৭০৬৫৭	৬৩৬৭৮৯	৭০৯৪৪৫	৭৭২৫৪০	৭৯৬৯০৭	৮৪২১৯৪
প্রবৃদ্ধির হার (%)	১০.৪৫	১২.৩৩	১.৬৮	১১.৫৯	১১.৪১	৮.৮৯	৩.১৬	৫.৬৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক

জাতীয় শিল্পনীতি

দ্রুত শিল্পায়ন উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রধান শর্ত। শুধু প্রবৃদ্ধির জন্য নয়, শিল্পায়ন ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর মূল উদ্দেশ্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা রয়েছে এ নীতিমালায়। এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং সে লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। শিল্প খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে এ নীতিমালায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। সরকার ২০২৫ সাল নাগাদ এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চামড়া খাতের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে। অভ্যন্তরিণ এবং বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশ থেকেই সংগ্রহ করা যায়। এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ শিল্প খাতে ব্যাপক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক

উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক উৎপাদন শিল্পে পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে বৃহৎ শিল্প খাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ক্রমপুঞ্জিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যার পরিমান ২১২.১১ শতাংশ। ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ২২৭.৮২ শতাংশ ও ২১৪.৩৫ শতাংশ হারে ক্রমপুঞ্জিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সারণি ৮.২ এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো:

সারণি ৮.২ ঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার
(ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬=১০০)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫*
বৃহৎ শিল্প	১০০.০০	১১০.১০	১২৭.৬৮	১৪৭.৯৪	১৪৮.৭৪	১৬৫.৪৯	১৮৬.০৪	২০১.৬৫	২০১.৩৯	২১২.১১
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	১০০.০০	১১৩.৪০	১২৯.৪১	১৪৭.৮৭	১৪৭.৭৫	১৬৪.০৭	১৮৯.৩৩	২০৬.৪৩	২১৬.২৩	২২৭.৮২
কুটির শিল্প (কটেজ)	১০০.০০	১০৯.৪৭	১১৮.৬০	১৩৪.০১	১৩৯.৭৬	১৫৯.১৭	১৭১.৩৯	১৮৮.৪৭	২০১.৭০	২১৪.৩৫
মোট	১০০.০০	১১১.০০	১২৬.৬৬	১৪৫.৫৪	১৪৬.৯১	১৬৩.৯৮	১৮৪.৫৫	২০০.৮৬	২০৫.৯৮	২১৭.৩০
শতাংশ পরিবর্তন (%)										
বৃহৎ শিল্প	-	১০.১০	১৫.৯৭	১৫.৮৭	০.৫৪	১১.২৬	১২.৪২	৮.৩৯	-০.১৩	৫.৩২
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	-	১৩.৪০	১৪.১২	১৪.২৬	(০.০৮)	১১.০৫	১৫.৪০	৯.০৩	৪.৭৫	৫.৩৬
কুটির শিল্প (কটেজ)	-	৯.৪৭	৮.৩৪	১২.৯৯	৪.২৯	১৩.৮৯	৭.৬৮	৯.৯৭	৭.০৩	৬.২৭
মোট	-	১১.০০	১৪.১১	১৪.৯১	০.৯৪	১১.৬২	১২.৫৪	৮.৮৪	২.৫৫	৫.৪৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক ।

কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises-CMSMEs) অর্থায়ন

দেশের শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধিসহ মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই খাত নারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকসহ সুবিধা বঞ্চিত উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে সিএমএসএমই খাত সম্প্রসারণ ও বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও আর্থিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

জুন ২০২৫ পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি ছিল ৩,১০,৭৫১.১১ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সময়কালে ৬,০৭,১৭৩টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৯৮,৭০৯.৫৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, তম্মধ্যে নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ছিল ১,৩২,২১৫টি এবং তাদের গৃহীত ঋণ ছিল ৬,৫৮৪.৭৪ কোটি টাকা।

সিএমএসএমই খাতের ঋণ পরিস্থিতি

সিএমএসএমই খাতে ২০১০ সাল থেকে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তখন থেকে, ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (এনবিএফআই) বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ভিত্তিক তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করছে। সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১০ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ অব্যাহত ছিল। সারণি-৮.৩ এ ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলোর মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল।

সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭২৩.৯৯	১৬৭৯৬১.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২ (তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৯) মোতাবেক খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি পরিবর্তিত হয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পূর্বের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের নিট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি-মোট শ্রেণীকৃত ঋণ) ভিত্তিতে সিএমএসএমই ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ শুরু হয়। ২০২০ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত নিট স্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবায়ন করা হয়, যার তথ্যাদি সারণি ৮.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৮.৪: ২০২০ হতে ২০২২ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএমএসএমই নিট বকেয়া স্থিতি

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা (নিট বকেয়া স্থিতি ভিত্তিক)	সাব-সেক্টর (নিট বকেয়া স্থিতি)			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৮৩৪৫৫.৬১	৮০৮৪৩.৩৪	৪২৫০৪.৬৮	২০৬৮০৩.৬৩	৮২৪৪.৪৬	৯০.২৫%
২০২১	২৫২৭৬০.৬৪	৮৭,৯৩৪.৪৫	৮৩,০০৭.২৯	৪৪,৮৪৪.৫৬	২১৫৭৮৬.৩০	৮৮০১.৫৪	৮৫.৩৭%
২০২২	২৮৫৫৬৫.৬৯	৯৮৫৪৮.১৯	৯৫৫১৬.৯৬	৪৮৩১১.৬২	২৪২৩৭৫.৭৮	১৩৭৪৪.৫৭	৮৪.৮৮%

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

পরবর্তীতে এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং- ০৪ (তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২৩) অনুসারে ২০২৩ সাল থেকে ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবায়ন করা হচ্ছে। সারণি-৮.৫ এ ২০২৩ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্যাংক ও এনবিএফআইগুলোর মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ স্থিতির পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল:

সারণি-৮.৫: ২০২৩ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএমএসএমই ঋণ স্থিতি

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা (ঋণ স্থিতি ভিত্তিক)	সাব-সেক্টর (নিট বকেয়া স্থিতি)			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০২৩	৩৪৫৮১৯.১২	১২৭২০০.৬৫	১১১৮২১.৩৭	৬৫২১৯.৪৩	৩০৪২৪১.৪৫	১৯৬১৩.৪৬	৮৭.৯৮%
২০২৪	৩৮৯৩১৯.০৯	১৩০৪২৫.৬৪	১১৬৭৮৩.৬১	৬৫৯৬৬.৪৬	৩১৩১৭৫.৭১	২০৫৭৪.৭০	৮০.৪৪%
জুন, ২০২৫*	৪০৫১২৪.৪৬	১৪০৭২৫.৩৬	১১১৪৩৭.২৫	৫৮৫৮৮.৫১	৩১০৭৫১.১১	১৯২৫৩.৫৩	৭৬.৭১%

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক

সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল ও প্রকল্পসমূহ

সিএমএসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সিএমএসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১৪টি তহবিল ও প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫৫,৩০৮.২৫ কোটি টাকা পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রাক-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং প্রকল্পসমূহ এসএমই খাতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণবাজার তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ সকল তহবিল ও প্রকল্পগুলোর সার্বিক অবস্থা (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) সারণি ৮.৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ৮.৬: SME পুনঃঅর্থায়ন এর সংক্ষিপ্ত তথ্য (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্র: নং	তহবিলের নাম	পূর্ব-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৩৯২০.৭৩	৬৩৭৯
২	স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (নারী)	১০০৬৮.২২	৭১৮৯৫
৩	কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৭১২.৪৮	১১৯০
৪	কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও ছোট খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৩২৯.৬২	৪১৪১
৫	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (১০০০০ কোটি টাকা)	১০৩৪২.২০	২৭৭৫৮৬

ক্র: নং	তহবিলের নাম	পূর্ব-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
৬	সিএমএসএমই খাতে মেয়াদি ঋণ (২৫০০০ কোটি টাকা)	২২৬১৭.৮২ (২৪৬৫.৭০ পুনঃঅর্থায়ন ও ২০১৫২.১৩ প্রাক অর্থায়ন)	৩৬২০১৫ (শুধু পুনঃঅর্থায়ন)
৭	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১৭৪৬.৩৬	২৮৪৮
৮	জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন)	১৭৯.৬২	৯
৯	কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এন্ড ক্রাইসিস রেস্পন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট	২৯৮৮.৮৮	২৪৯১২
১০	এসআরইইউপি (SREUP) (পূর্ব-অর্থায়ন)	৫৫৭.২৮	৬২ ফ্যাক্টরি
১১	সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ প্রজেক্ট (SPCSSECP)	১,৩৫৮.২৯	২৪,৮৯৪
১২	লাইন অফ ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমই প্রজেক্ট (এলএফএসএসপি)	৭৩.৫২	৬৫
১৩	সিএমএসএমই স্টিমুলাস প্যাকেজ (২০০০০ কোটি টাকা)	৫৫৪৮.২৩ (তৃতীয় পর্যায়ে ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত)	
১৪	স্টার্ট আপ ফান্ড	(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফান্ড থেকে অর্থ বিতরণ হচ্ছে)	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২,৩১৭.৮৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দেশে নতুন ৫৮টি মাঝারি, ২,১৪০টি ক্ষুদ্র ও ৪,৬৩৩টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণ হিসেবে ৩১৩.৭৯ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৮০৫.৭৩ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১,১৯৮.৩১ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে এবং মোট ৬৩,০৪৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৮৩টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৬,২২৩টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১১,৩২২টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৮০৭টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে এবং স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৮,০৫৫.১৩ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৬৫,৩৫১.৯৭ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩০,৯৪৭.০৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৮.৭ ও ৮.৮ এ প্রদান করা হলো:

সারণি ৮.৭: বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	:	৮৩ টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	:	১৩১৪০ টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	১১৩২২ টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	৬২২৩ টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	৪৮০৭ টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	৮৭৭ টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	৫৮০৫৫.১৩ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	:	৮.৪০ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২৪-২৫ অর্থবছর)	:	৬৫৩৫১.৯৭ কোটি টাকা
১০	রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২৪-২৫ অর্থবছর)	:	৩০৯৪৭.০৭ কোটি টাকা

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৮: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ক্র:নং	অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
১	২০১৭-১৮	২৫৪১৮	৫৯১০৭	৫.৭৯
২	২০১৮-১৯	২৭৬৮৯	৫০৬৮২	৮.২৪
৩	২০১৯-২০	৩৯২১৭	১৩৬৯৯৮	৮.২৫
৪	২০২০-২১	৪১২১৭	৬০৯৪৪	৮.২৫
৫	২০২১-২২	৪৩২৫৯	৭৬৪১০	৮.২৫
৬	২০২২-২৩	৪৫৩৯৪	৬৩৭১৬	৮.২৫
৭	২০২৩-২৪	৫৬৪৫৫	৬৩৫৭১	৮.২৫
৮	২০২৪-২৫	৫৮০৫৫	৬৫৩৫১	৮.৪০

উৎস: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকে দুটি ঋণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে যথা বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি এবং প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি। উক্ত ঋণ কর্মসূচি দুটির আওতায় বিসিকের ৬৪টি জেলা কার্যালয় থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২১২৯ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫২.১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪০টি মাঝারি শিল্প, ১,০৩৮টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৩,০৪৯টি কুটির শিল্পকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১,৩১৬টি নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি ৯টি শিল্প কারখানা পরিচালনা করছে। কারখানাগুলোর মধ্যে ৫টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। প্রধান কাঁচামাল স্বল্পতা ও প্রকল্পের রোপওয়ে নির্মাণজনিত কারণে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এবং ফার্নেস নস্ট হওয়ায় উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি. কারখানা ২টির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যগুলো হচ্ছে কাগজ, ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারীওয়্যার। বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। বিসিআইসি নিয়ন্ত্রিত শিল্প কারখানা হতে পরিবেশ দূষণকারী কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব উপযোগী করে নিঃসরণ/নির্গমন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ১১,২২,৯০৫.৩০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৭২,০০৪ মেট্রিক টন টিএসপি, ৪৯,৫৩২ মেট্রিক টন ডিএপি সার, ১,৬১৬.৯১ মেট্রিক টন কাগজ, ৫৮৬.৮৯ মেট্রিক টন স্যানিটারীওয়্যার ও ১২৫.০০ মেট্রিক টন রি-ফ্যাক্টরী ব্রিকস সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে।

বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহ:

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.

২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লি.

৫। ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি.

৬। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.

৭। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.

৮। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.

৯। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি.

বিসিআইসি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি.

২। স্যানোভিয়া ফার্মা পিএলসি

৩। বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লি.

৪। নোভার্টিস (বাংলাদেশ) লি.

৫। সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লি.

৬। ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. (বন্ধ)

৭। বাল্ক ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ) লি. (বন্ধ)

৮। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.

৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড অ্যাগ্রো কেমিক্যালস লি.

১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লি.।

২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় ও আমদানির পরিসংখ্যান সারণি ৮.৯-এ প্রদান করা হলো:

সারণি: ৮.৯: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৯
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০	৯০০০০০	৭৯৬৫৯৮	৮৬	২৬৫০০০০	২৫০৯৭২৬	৯৪.৭১	১৬৯৯৭৬৪
২০২০-২১	১১৬০০০০	১০৩৩৯১৩	১১৫	২৫৫০০০০	২৪৬৩৪১৯	৯৬.৬০	১৩০৭৭২৭
২০২১-২২	১২২০০০০	১০১০৩০৪	১০৬	২৬৬৯১০০	২৬৬৩০৮২	৯৯.৭৭	১৭০৪৭০১
২০২২-২৩	১৩১০০০০	৭৪১১৮১.০৫	৫৭	২৭৭০৮৫০	২৭৫২২৬২	৯৯.৩৩	২০৭৪৪৯৩
২০২৩-২৪	৭৮০০০০	৬৭১৬৬৫.৭৫	৮৬	২৭০০০০০	২৬২৩৪১৭	৯৭.১৬	১৭৪৭৫৭২
২০২৪-২৫	১৫৫০০০০	১১২২৯০৫.৩০	৭২.৪৫	২৭০০০০০	২৬৪৪৮৪১	৯৭.৯৬	১৬৪৪৪২০.৬৭

উৎস: বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর তথ্য মতে দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে ছয়টি চিনি কারখানার মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পর্যাপ্ত আখ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১ম পর্যায়ে শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকল, ২য় পর্যায়ে পঞ্চগড় ও পাবনা চিনিকল এবং ৩য় পর্যায়ে কুষ্টিয়া ও রংপুর চিনিকলের মাড়াই কার্যক্রম পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন চালুকৃত ৯টি চিনিকলে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৪৫,০০০ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে ৪৬,১৮৭.০৫ মে.টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। একই অর্থ বছরে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ এর ডিস্টিলারি ইউনিটে ৬০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট উৎপাদনের বিপরীতে ৪৫.৪১ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট, ২০,০০০ লিটার ভিনেগার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে ২১,১৩৯ লিটার ভিনেগার এবং ১,২০০ মে.টন জৈব সার উৎপাদনের বিপরীতে ১,৬৩০.০০ মে.টন জৈব সার উৎপাদিত হয়েছে। সংস্থাটির একমাত্র প্রকৌশল কারখানা রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭০০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ৬৫৪.২৫ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। একই অর্থবছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ ১২৮.৭৪. কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

আখ আবাদ, আখ উৎপাদন, আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিএসএফআইসি কর্তৃক ০৫ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, সংস্থাটির অধীন চালু ০৯ টি চিনিকলে আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এর সহযোগিতায় গুণগত ও মানসম্পন্ন আখবীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিএসএফআইসি-এর আওতাধীন চিনিকলসমূহে SMART CANE PROCUREMENT AND PAYMENT SYSTEM (SCPS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে আখ ক্রয় ও ক্রয়কৃত আখের মূল্য পরিশোধ (ই-পুর্জি, ই-গেজেট, ই-পেমেন্ট ও মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ) কার্যক্রম সফলভাবে চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (BSEC)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জমাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস্, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট ও এলইডি টিউব লাইট, সিএফএল ও এলইডি বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, SUV জিপ, সেডান কার, পিকআপ ও মোটরসাইকেল এর মত সড়ক পরিবহন যানবাহন সংযোজনমূলক উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, বিএসইসি মোট ৪৯০.২২ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করেছে এবং ৬৫০.৭৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ৭৮.৩৭ কোটি টাকার মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএসইসি-এর উৎপাদন ৫১৫.২২ কোটি টাকা পৌঁছেছে এবং ৪০৭.৪৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ৩৩.৪২ কোটি টাকার মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করেছে। করপোরেশনটি কর ও শুল্কবাবদ জাতীয় রাজস্ব খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ২১২.০৭ কোটি টাকা ও ৩১১.৫২ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা অর্জনকারী রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প (আসবাবপত্র তৈরি ও সরবরাহ) ও রাবার এই দুটি সেক্টরে বিভক্ত।

ক. শিল্প সেক্টর:

শিল্প সেক্টরের আওতায় আটটি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি শিল্প ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে আহরিত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ, সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট কাজে নিয়োজিত। অপর পাঁচটি ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র (দরজা, জানালা, ফ্রেম, ডানেজ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এবং সোফা সেট) তৈরি হয়ে থাকে। শিল্প সেক্টর বিগত ১০ বছরে ২৭,৮৪৯.৪৮ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

খ. রাবার সেক্টর:

বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৩,৪০৩ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করে পরিবেশ সুরক্ষা, ভূমিক্ষয় রোধ ও ভাঙ্গনরোধ এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫০০ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানি করে ৫,৯৬,৩০০ মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে।

বস্ত্র শিল্প

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বর্তমানে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের মধ্যে চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-এর জমিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের বস্ত্র শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে "টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত পল্লীর একটি প্লটে প্রায় ৭০০ জন শ্রমিক-কর্মচারী নিয়ে আধুনিক মানের একটি নিটিং এবং গার্মেন্টস শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং উৎপাদিত পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) দ্বারা পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুমোদিত ১৬টি বস্ত্রকলের মধ্যে ০২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, গাজীপুর) পিপিপিতে চালু করার নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ে আরও ০২টি মিল (রাজশাহী টেক্সটাইল মিল ও আর আর টেক্সটাইল মিল) পিপিপিতে পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) কর্তৃক অনুমোদিত দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল এবং দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলের বেসরকারি অংশীদার নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সিলেট টেক্সটাইল মিলস্, ভালিকা উলেন মিল এবং কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিল তিনটি ইজারা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং দখল হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা টেক্সটাইল মিলটি ইজারা পদ্ধতিতে থীম পার্ক, রিসোর্ট এবং কর্মাশিয়াল কমপ্লেক্স এর জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাগুরা টেক্সটাইল মিলের বেসরকারি অংশীদার নির্বাচনের জন্য শীঘ্রই আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হবে।

বস্ত্র অধিদপ্তর

বস্ত্র খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী ও দক্ষ বস্ত্র মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে

০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, ১৫টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি এবং ৪৩টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ০২ বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প তথা হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ২০১৮ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী তাঁতশিল্প থেকে প্রতিবছরে ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের বস্ত্র চাহিদার প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ পূরণ করে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনে তাঁতশিল্প খাতের অবদান ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকা এবং জিডিপিতে এখাতের অবদান ০.১০%। বর্তমানে এ শিল্পের সাথে তাঁতিসহ প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৯.০০ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া ডিজাইনার, তাঁত ব্যবসায়ী, তাঁত উদ্যোক্তা, সুতা, রং ও রসায়ন সরবরাহকারী, আমদানি ও রপ্তানিকারকসহ বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী বিদ্যমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউনিটে মোট তাঁতির সংখ্যা ৩,১৬,৩১৫ জন এবং হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

দেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে এবং এ শিল্পে নিয়োজিতদের কল্যাণে সবধরণের সহায়তা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রয়াশ অব্যাহত রেখেছে। এই বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হচ্ছে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনমূলক সেবা প্রদান, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ সুবিধা সৃষ্টি, তাঁতিগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা। সংস্থাটি তাঁত পণ্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম ও তাঁত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত কাজ করছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যেখানে নিয়োজিত জনবলের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই মহিলা। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, গুনগতমান সমপন্ন রেশম গুটি ও রেশম সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি, রেশম চাষ ও শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কারীগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। বোর্ডটি বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ২০১৮ সালে রাজশাহী রেশম কারখানাটি পুনরায় চালু করা হয়। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানার ২০টি লুম মেরামতপূর্বক কারখানাটি ২০২৩ সালে বেসরকারি উদ্যোক্তার নিকট লীজ প্রদান করা হয়েছে। অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে জি.আই পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি পর্যায়ে ০.৮৭৯৭ মেট্রিক টন রেশম সুতা এবং ৭,১৮৯.৯৯ মিটার রেশম কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে।

পাট শিল্প

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

ইজারা ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরায় চালুর পরিকল্পনা নিয়ে সরকারি নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলের উৎপাদন ১ জুলাই ২০২০ সালে বন্ধ করা হয়। উক্ত মিলসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রদানপূর্বক তাদের চাকুরি অবসায়ন করা হয়েছে। উৎপাদন বন্ধকৃত ১৯টি ও ফিরিয়ে আনা ১টিসহ মোট ২০টি মিল ইজারা ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত ১৩টি মিলের লিজ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১টি মিলের দখল লিজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি মিলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে, ২টি মিলে উৎপাদন কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চলমান রয়েছে এবং ২টি মিল লিজ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তরের অপেক্ষাধীন আছে। ৩টি মিলের বিপরীতে প্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং ৩টি মিলের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে। ১টি মিল হস্তান্তরের নিমিত্ত EOI বিজ্ঞপ্তি জারির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। সংস্থাটি পাটের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের ধারনা প্রচার, উদ্যোক্তা তৈরী, উদ্যেক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন উন্নয়ন ও বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায়ে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার-প্রসার এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ০৬ টি জুট এন্ট্রপ্রেনিয়র্স সার্ভিস সেন্টার (জেইএসসি) ও ০৬টি কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। ক্রেতাদের সুবিধার্থে জেডিপিসি ভবনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা এবং বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষতিকর পলিথিনের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে জেডিপিসি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাট অধিদপ্তর

পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং বাজার মূল্যের ওঠানামার কারণে অস্থির থাকে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ কার্যকর হওয়ার ফলে বিশেষ করে ১৯টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মোড়কের জন্য পাটের বস্তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পাট শিল্পের বিকাশে সহায়তা হচ্ছে। কৃত্রিম মোড়কের পরিবর্তে পাটজাত পণ্যের মোড়ক ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ রোধের মাধ্যমে এই খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৫.৭৪ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৮.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮২০.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বেপজার আওতাধীনে দেশে বর্তমানে চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা ইপিজেড, মোংলা ইপিজেড, কুমিল্লা ইপিজেড, ঈশ্বরদী ইপিজেড, উত্তরা ইপিজেড (নীলফামারী), আদমজী ইপিজেড (নারায়ণগঞ্জ) ও কর্ণফুলী ইপিজেড (চট্টগ্রাম) নামে মোট ০৮ (আট) টি ইপিজেড চালু রয়েছে। এ ছাড়াও, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে যা চলতি বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। অধিকন্তু, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নে ৫০৩ একর জায়গায় একটি ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিকটবর্তী পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ৪১১ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপন প্রকল্প ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত ইপিজেড দুইটির উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও, গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে রংপুর সুগার মিলস্ এর ৪৫০ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান ইপিজেডসমূহ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৪৪টি, ঢাকা ইপিজেডে ৮৩টি, মোংলা ইপিজেডে ৩৫টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২৫টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৮টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৫টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৭টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৩৯টি, এবং বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ০৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। এ ছাড়াও, ইপিজেডসমূহে ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ ও ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৭,০৮০.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১১৯.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরে প্রকৃত বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ২৯২.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৮,২২৩.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিশ্বের ১২০ টি দেশে জাতীয় রপ্তানির ১৭.০৩% ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে রপ্তানি হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইপিজেড

ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫,৩৩,৫২৭ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে, তম্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী, যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারণি ৮.১০ এ জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য, সারণি ৮.১১ এ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১২ এ ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ৮.১০: জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

ইপিজেড ও ইজেড	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৪৪	১১	২১৯০.৭২	৪৫০২৩.৪৪	১৮১৩৬৭
ঢাকা ইপিজেড	৮৩	৪	১৮৫৯.২৪	৩৭৮৫৬.৭৬	৮৩১৭৩
আদমজী ইপিজেড	৪৭	১৩	৮০৮.৫৮	৯৮৫৫.৮১	৭৪২৯৭
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৮	৬	৬১২.৭৭	৭১৬৬.৬৩	৫০৪৩৯
কর্ণফুলী ইপিজেড	৩৯	৮	৭৬১.৯২	১২৭৭০.৬৯	৭৬২৬৯
ঈশ্বরদী ইপিজেড	২৫	১৪	২৭৫.৭৯	২০১৪.৭৪	১৯১৭১
মোংলা ইপিজেড	৩৫	৯	২৪৭.৩৮	১৩৯৪.৮২	১২৭৪২
উত্তরা ইপিজেড	২৫	৮	২৬৯.৮৮	২৯১৫.৬৭	৩২৪১৭
বেপজা ইজেড	৪	৪০	৫৪.৪৫	১১.৭০	৩৬৫২
মোট=	৪৫০	১১৩	৭০৮০.৭৪	১১৯০০৯.৯৭	৫৩৩৫২৭

উৎস: বেপজা

সারণি ৮.১১: জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত এবং বাস্তবায়নাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোশাক শিল্প	১৮৭	৩২৫৭.০৭	৩৮৭৫৬৩
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৯৯	৮৯০.২০	১৬৭৬৩
৩.	টেক্সটাইল	৪২	৮৫০.১৭	২৫২৭৪
৪.	জুতা	১০	২০৮.৩৯	২০২৩৪
৫.	ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	১৮	২১০.৭৭	৩১৪৬
৬.	তাবু	১৯	১৯১.২১	১৭৮৮০
৭.	প্লাস্টিক ও রাবার পণ্য	১২	১৪২.৬৫	৫৩৫৮
৮.	সেবা খাত	১৯	২৩৩.৮৪	১৪২২
৯.	কৃষিজাত পণ্য	৯	১৪.৩৯	৩১১
১০.	টুপি, পরচুলা ও প্রসাধনী পণ্য	১৪	১৩৫.৫৬	১৭৪৫৪
১১.	কেমিক্যাল শিল্প	৮	১৬.৪৩	১৪৫
১২.	পাটজাত দ্রব্য	৪	৩৪.৩৮	৬৬৫
১৩.	ব্যাগ ও লাগেজ	৯	৮৩.৮৫	৯৭৩৭
১৪.	প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং পণ্য	১২	২৩.৩১	১২৬৭
১৫.	জুতার তৈরী এ্যাক্সেসরিজ	১৩	৩৪.৪১	১১২৩
১৬.	সুতা	১৩	২২৬.৩৪	৪১৭৮
১৭.	আসবাবপত্র	৪	৪৩.২৭	৪৫২
১৮.	কালেক্টেবল আইটেম ও খেলনা	৩	৬৮.৭১	৪৩৮২
১৯.	বাইসাইকেল ও বাইসাইকেল এ্যাক্সেসরিজ	৩	১৪.২৪	২৮৪
২০.	গয়না এবং হস্তশিল্প	২	৪২.২৮	১৯৯০
২১.	চামড়াজাত পণ্য	১৩	১২৯.৫৯	৭২২১
২২.	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	১২	৯২.৪৫	৩৩৩৭
২৩.	কৃত্রিম তন্তু	১	১৬.৫০	-
২৪.	চিকিৎসা সামগ্রী	১	১১.৯২	১৯৪
২৫.	ঔষধ শিল্প	১	০.২৭	-
২৬.	বিবিধ	৩৫	১০৮.৭৪	৩১৪৭
	সর্বমোট=	৫৬৩	৭০৮০.৭৪	৫৩৩৫২৭

উৎস: বেপজা

সারণি ৮.১২: ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড ও ইজেড		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
ঢাকা	বিনিয়োগ	৭০.১২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৮৮.৫০	৮০.২৬	৭১.০৭	৬০.৫৬	৬১.৪৮	৬০.৪২
	রপ্তানি	২০৯১.৩০	২২০০.৩০	২২০৬.৩১	১৮১৪.৫৬	১৬৫৯.৮২	২১২২.৮৭	১৮০১.৯৩	১৬৯১.২১	১৭৮৪.৪০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৫৩.৩৭	৮৮.৫৩	৮৮.৮৬	৮৬.৬৩	৮০.৪৮	৭৪.১৬
	রপ্তানি	২২৫৪.১৬	২৪৪২.২০	২৩৯১.৬৯	২০৯২.৪৪	২১১৯.৪৬	২৫৮৯.৭৯	২৪১৯.২০	২১১৫.৯৭	২৩৭৫.৭১
মোংলা	বিনিয়োগ	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৭	১৬.১৫	৩.৭৪	১৮.৬৮	৬০.৯৯	৬৬.৮৩	১১.৮৪
	রপ্তানি	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৯১.৮৬	৯৩.৬৫	১৫৮.২৪	১৪৬.২৭	১২৫.০৬	১৫২.৮৮
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	৩৮.৪৩	৬১.০২	৬৭.৪৬	৫০.২৩	২৫.৪৯	২৩.৫৪
	রপ্তানি	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৪৬৪.৪০	৫৬৫.৮৬	৮১৪.৮২	৭৯০.৯৫	৭১১.৩৭	৯০১.২২
উত্তরা	বিনিয়োগ	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	১৪.০১	১২.৫৬	৫.১৮	১১.৭৯	১৫.০৮	২১.২৪
	রপ্তানি	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	২৩০.৯৪	২৩৭.২১	৩৭৬.৬৬	৩৫৬.৩১	২৭৮.৯০	৩৩৪.৩৯
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৭.৮৫	১২.৪৪	৪২.৭৮	৩৫.৩২	২৫.৬০	৬.৮৬
	রপ্তানি	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	১২৫.৪৬	১৫৯.৭২	২০৯.০৬	২১১.৭৫	২১৭.৫৮	২৫৮.২৫
আদমজী	বিনিয়োগ	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	৩১.৭৩	৪৫.২৫	৭০.৬২	৫১.৩২	৪৫.৪৫	৪২.২৯
	রপ্তানি	৬৪৪.০০	৭৬২.১০	৮২৬.৪০	৭৪১.৮৩	৭০৪.৮৬	৯৩৫.৭৬	৯২৮.৪০	৯১৫.৭৯	১১৪৫.৫০
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২৫.৬১	৩৬.৯৭	৪৫.১৫	২৯.৬২	২০.২৮	১৮.৩৭
	রপ্তানি	৮৫৩.০৮	৯৭৬.৮৫	১০৭৫.৫২	৯২৭.৬২	১০৯৬.৪৯	১৪৪৮.৬৯	১১৮৫.৫৫	১০১৮.৯৮	১২৫৯.৪২
বেপজা ইজেড	বিনিয়োগ	--	--	--	--	--	--	১০.১৬	১০.২৩	৩৪.০৬
	রপ্তানি	--	--	--	--	--	--	০	০.২৪	১১.৪৬

উৎস: বেপজা

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ও বাংলাদেশসহ ৩৮টি দেশের উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগ করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে সর্বমোট ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে। প্রাথমিকভাবে ২৭৯টি শিল্প প্লট বরাদ্দ উপযোগী করা হয়েছে। যদিও এই জোন এখনো নির্মাণাধীন, বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আগ্রহ এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪৫টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬৪টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৯৯৫.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ১,৪২,০১১ জন। বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। চারটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেছে যেখানে ৩,৬৫২ জন বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে। গত জুন ২০২৫ শেষে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বেপজা One Stop Service (OSS) এর মাধ্যমে ইপিজেডসমূহ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত অধিকাংশ সেবা একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে মোট ৭,৯৯,২১২টি সেবা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৭,৯৯,০৮৪টি সেবা বেপজা সংক্রান্ত এবং ১২৮টি সেবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত। অধিকন্তু, বেসরকারী বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পূরণের পর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে

পারে। ইপিজেডস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের বাইরের এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০ টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, এবং বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন এবং কারখানায় ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নতুন বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেপজা হেল্পলাইন (১৬১২৮) চালু করা হয়েছে। ইপিজেডের শ্রমিকসহ যে কোন ব্যক্তি ইপিজেড সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে ২৪/৭ সময়ব্যাপী উক্ত নম্বরে কল করে সেবা গ্রহন বা কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে তা করতে পারেন।

শিল্পঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.১৩: শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১৯-২০	২০১২৬১.১৯	৮১৯৭৬.০৮	২৮৩২৩৭.২৭	২০৩৫৫২.৬২	৭৮১১৪.৭৭	২৮১৬৬৭.৩৯
২০২০-২১	১৮৮৩০১.৭১	৭০৮০৬.৫০	২৫৯১০৮.২১	১৮৪৮৬৬.৪১	৬৮৮৫৪.৬৭	২৫৩৭২১.০৮
২০২১-২২	২২৯৪৩৫.৯৩	৭৪০৪৫.৮৫	৩০৩৪৮১.৭৮	২০৮৫৪৪.৪১	৭৮২০৩.২৬	২৮৬৭৪৭.৬৭
২০২২-২৩	২৭৪৪২২.৩০	৮৩৪০১.৯৩	৩৫৭৮২৪.২২	২৪২৮৭১.৩১	৯১৫৫৭.৮৪	৩৩৪৪২৯.১৫
২০২৩-২৪	৩০৮৫৮৪.০৪	৮৮৭৩৮.১৯	৩৯৭৩২২.২৩	২৭০১৭৩.৪০	৯৪১৪৭.৬৫	৩৬৪৩২১.০৫
২০২৪-২৫*	৩০৪৯১৭.৩৬	৯৭১৩৮.৭৫	৪০২০৫৬.১১	২৭১৬৯৯.৪৯	১০৭২৯৭.০২	৩৭৮৯৯৬.৫১

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।* সাময়িক

২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কিছুটা হ্রাস পেলেও ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪,০২,০৫৬.১১ কোটি টাকা ও ৩,৭৮,৯৯৬.৫১ কোটি টাকা। শিল্পঋণ বিতরণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) পণ্য, সেবা এবং পরিমাপের মান নির্ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা (NSB)। সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। BSTI পণ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পণ্য ও সেবার জাতীয় মান প্রণয়ন ও প্রকাশনা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এর সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য শিল্প কারখানা পরিদর্শন এবং নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন পূরণকারী পণ্যের জন্য সার্টিফিকেশন মার্ক (CM) লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম

পরিচালনা করছে। মান নির্ধারণের দায়িত্বের পাশাপাশি BSTI জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য শিল্প কারখানা পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করে। এছাড়াও ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ অনুসারে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট এবং পর্যবেক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংস্থাটি জনস্বার্থে ৩১৫টি পণ্যের জন্য বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন/লাইসেন্স প্রদান করে এবং আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা সম্পাদন করে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন আইএসও স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ করে বিএসটিআই হতে Mangement System Certificate (MSC) প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থাটির এই কার্যক্রম বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত।

দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করে গত মার্চ ২০২২ হতে হালাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৬১টি হালাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। হালাল পণ্যের পরীক্ষণ কার্যক্রম বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরি হতে সম্পন্ন হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ পণ্যের পরিচিতি প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে হালাল লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। পণ্য উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকগণ তাদের উৎপাদিত ও আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে প্রদত্ত বিএসটিআই'র সার্টিফিকেট/সনদের নকল প্রতিরোধকল্পে অনলাইনভিত্তিক QR Code সম্বলিত ডিজিটাল সার্টিফিকেট/মানসনদ প্রদান করা হচ্ছে। এতে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বিএসটিআই'র লাইসেন্স/সার্টিফিকেট এর সঠিকতা নিশ্চিত হতে পারছেন। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটি অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য একটি হটলাইন (১৬১১৯) চালু করেছে।

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT)

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের মেধা সম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অধিদপ্তরটি পেটেন্ট মঞ্জুর ও শিল্প-নকশা নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন এবং ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের নিবন্ধন করে। শিল্পোন্নয়নে মেধা সম্পদের ভূমিকা জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাটি পেটেন্ট সংক্রান্ত ৩৮৩টি, শিল্প-নকশা সংক্রান্ত ১,০৫৬টি, ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত ১১,৩৯১টি এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য সংক্রান্ত ১২টি আবেদন গ্রহণ করে যথাক্রমে ২০৪টি, ৭২২টি, ৩০,০৩৮টি এবং ২৪ টি আবেদন নিস্পত্তি করেছে। একই অর্থবছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ৪৩.০০ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় সেবাধর্মী একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী ১০ টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। "বয়লার" শিল্প কারখানার জন্য একটি আবশ্যকীয় যন্ত্র। সাধারণত সকল কারখানায় বিশেষ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা, চিনি কল, টেক্সটাইল মিল, পেপার মিল, ফিড মিল, রাইস মিল, ঔষধ শিল্প ও পোষাক শিল্পে বয়লার ব্যবহৃত হয়। কোন বয়লার দুর্ঘটনা কবলিত হলে বা বিস্ফোরিত হলে বয়লার সম্পৃক্ত পরিচারক ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নমানের বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চাতালে ব্যবহার উপযোগী বয়লারের ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনলাইনে বয়লার নবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৬৭২ টি বয়লার নিবন্ধন করা হয়েছে এবং ২৬৯ টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৬.৮১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে ।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB) জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure) উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বোর্ডটি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে এবং জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশে বিদ্যমান মোট ১৫৫টি সরকারি, বেসরকারি এবং বহুজাতিক টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন ও মেডিকেল ল্যাবরেটরি, সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং পরিদর্শন সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে। বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের ক্ষেত্র এবং সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্থাটি কর্তৃক প্রদত্ত সনদসমুহ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কারিগরি প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করছে। ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত, বিএবি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021 এবং ISO/IEC 17020) বিষয়ক ধারণা, মূল্যায়নকারী এবং কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মান বজায় রাখা ও নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত মোট ২,৯৬৪ জন কারিগরি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, গবেষণার দ্বারা শিল্প ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতপূর্বক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাকের পাঁচটি কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। BITAC নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় ৪০,৩৯২ জনকে ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন (সেপা) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে ১২,৭১৬ জন নারী ও ১৫,৮৭২ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১২,১৯৩ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) এর আওতায় ১০,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৭,৫৪৯ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির অংশ হিসেবে সংস্থাটি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদনশীলতা চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এখাত থেকে ১,৩৬৪.৮৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। BITAC এর উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের চলাচল সাবলীল করতে দেশিয় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সহজে স্থাপনযোগ্য স্বল্পমূল্যে লিফট তৈরি, আনবিক শক্তি কমিশনের আণবিক চুল্লিতে লিক মেরামতের নিমিত্ত ক্লাম্প তৈরি ও সংযোজন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ১টি টেলিস্কোপ প্রস্তুত, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার, ঘোড়াশাল এর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্লক তৈরি এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার জন্য বুলেট এম্বোসিং ও ক্যানেলুরিং প্রেস মেশিন প্রস্তুত অন্যতম।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (NPO)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, কনসালটেন্সি সেবা ও গবেষণাসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থাটি জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে । উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে সংস্থাটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সংস্থাটি প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করে এবং সারাদেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড" প্রদান করে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ প্রশিক্ষণ দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা ৮ অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি, উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক ১৫টি কর্মশালা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ০৮ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি খাত উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাটি কারখানা পর্যায়ে ০৫ টি Consultancy সেবা প্রদান ও এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহযোগিতায় ০৩ টি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (টিইএস) সেবা প্রদান করে ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিআইএম ৮১,৬৪০ এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত ৫৩টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১২৪ জন (বিশেষ ও নিয়মিত কোর্স) অংশগ্রহণকারীকে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৪ সেশনে ৪৮০ জন একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং চলমান ২০২৫ সেশনে ৫৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এর ২৭তম ব্যাচে ১২০ জন, ডিপ্লোমা ইন প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এর ১৬তম ব্যাচে ০৮ জন ভর্তি হয়েছেন। এছাড়াও, ২০২৪-২৫ সেশনে পাইলটিং পর্যায়ে চলমান পিজিডি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে ৩৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বিআইএম বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতাধীন Bangladesh Research and Education Network (BdREN) এর সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপ, পিজিডি কোর্সের ক্লাস চলমান রয়েছে। ব্লেন্ডেড লার্নিং সিস্টেম বাস্তবায়নের নিমিত্ত HYFLEX Learning Facility চালু করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)

কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৪৪,৩৬৮টি নিয়মিত পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শন ছাড়াও শ্রম আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত না ঘটাতে ও বিধিবিধানের প্রতি শ্রমিকদের আস্থা বৃদ্ধি করতে তাদের অভিযোগগুলো যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৬,৫৭৮টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ৪,৫০০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১০,২৭০ জন শ্রমিকের অনুকূলে মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা হিসেবে মালিক কর্তৃক প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ ৩২.৬৫ কোটি টাকা। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অধিদপ্তরটি মোট ৮৬৯৭টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩০৭৮৪টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে এবং এবাবদ ৬.৭২ কোটি টাকা আয় করেছে। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অধিদপ্তরটি কর্তৃক ১,৮১০টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিদপ্তরটি ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য “লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন” (LIMA) নামে একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এটি একইসঙ্গে মোবাইল ও ওয়েবসাইট ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৮ সালে LIMA উদ্বোধনের পর থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৮,৩২১৭টি পরিদর্শন কার্যক্রম এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHRTI) এর স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করার পর হতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রমিক, মালিক ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ৪২টি কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি, পরিদর্শন চেকলিস্ট, ফার্স্ট এইড ও গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কিত ২৩টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, সংস্থাটি ২০২১ সাল থেকে শ্রমিকদের শ্রমসম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে একটি বিশেষ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করেছে। ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে শ্রমিক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) এর সফটওয়ারে smart IVR (Interactive Voice Response) system যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কতৃপক্ষের (বিডা) নেতৃত্বে ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানা ও শিল্প-সেক্টর সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম শীর্ষক একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ কতৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক যথাক্রমে ৫২০৬টি ও ৫০০১টি পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়।